EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রথম সংবাদ সম্মেলনে
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি

ঢাকা, ২১ শে এপ্রিল: যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি আজ আমেরিকান ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে নিম্মোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

(বক্তৃতা শুরু)

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং সবাইকে শুভ অপরাহ্ন।

আপনাদের সবাইকে আজ এখানে দেখে আমি আনন্দিত।

আজ সকালে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নিকট পরিচয়পত্র পেশ করার মধ্য দিয়ে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩দশ (ত্রয়োদশ) রাষ্ট্রদূত হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার মেয়াদকাল শুরু করছি। এখানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি, এবং আমার আগমনের পর এত দ্রুত আমার পরিচয়পত্র পেশ করার সুযোগ লাভ করায় আমি কৃতজ্ঞ। আমি মনে করি এটি আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান দৃঢ় সম্পর্কের একটি পরিষ্কার ইঙ্গিত।

অনেক উৎসাহ আর বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে উচ্চাশা নিয়ে আমি বাংলাদেশে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব শুরু করছি। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া এই দেশটি বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলে অবস্থিত। আমার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র সচিব কন্ডোলিৎসা রাইস যেমনটি বলেছেন: "যে সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এর সঠিক অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে, সেই সময়ে এদেশের সাথে আমরা অংশীদারিত্ব আরো বৃদ্ধি করতে চাই।"

আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা উভয়েই অধীর আগ্রহী, যাকে আমি "থ্রি ডি" বলে অবহিত করেছি। এই তিনটি ডি হল ডেমোক্রেসি (গণতন্ত্র), ডেভেলপমেন্ট (উন্নয়ন) এবং ডিনায়াল অফ

স্পেস টু টেরোরিজম (সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই বা সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখান করা)। আমি মনে করি এই তিনটিই বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি ক্ষেত্রের প্রতিটিতেই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশি জনগণের বিজয় ও অর্জনের আমি প্রশংসা করি, যারা দশক ধরে স্বশাসনের অধিকার আদায়ে এবং নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম করেছে। অনেকভাবেই বাংলাদেশের ইতিহাস আমাকে আমার নিজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৩৭ বছরে বাংলাদেশের মানুষ সপ্রাণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে, ঠিক যেমন যুক্তরাষ্ট্র গত ২৩১ বছর ধরে গণতন্ত্রকে নিখুঁত করতে কাজ করেছে। এগারোই জানুয়ারি, ২০০৭ থেকে শুরু হওয়া বর্তমান সময় এই সংগ্রামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা নতুন করে সুযোগ এনে দিয়েছে শক্তিশালী, সহনশীল ও সমৃদ্ধশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। বাংলাদেশের বন্ধু এবং বিশ্বের পুরাতন গণতন্ত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানায়।

একই সাথে আমি অবগত আছি যে বাংলাদেশে আরো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার চলছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যার ফলে দুর্নীতি কমেছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংস্কার আনা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজই সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু এই সরকারের মেয়াদের অবশিষ্ট আট মাসের মধ্যে আরো অনেক কাজ করা বাকি আছে। ম্যান্ডেট পূরণের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি খাত, আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশের জনগণের সমর্থন। আপনাদের কাছে আমার অঙ্গীকার হল আপনাদের এই চলার পথে আমরা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পাশে দাঁড়াব।

বহু চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ যোগ্যতার বলেই উন্নয়ন সফলতার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বারেবারে বন্যা, বর্ধনশীল জনসংখ্যা এবং আঁকড়ে থাকা দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত দশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বর্তমানে আমরা উপলব্ধি করছি যে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উচ্চমূল্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার দরুন বাংলাদেশের মানুষের জীবন আরো বেশি কঠিন হয়ে গেছে। আমরা এসব সমস্যা বুঝতে পারছি, এবং চিন্তাভাবনা করছি কিভাবে এসব বিপর্যয় লাঘব করে স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি উন্নয়নে সাহায্য করা যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৫শ কোটি ডলারের মত সাহায্য প্রদান করেছে, এবং আমাদের বার্ষিক সাহায্য কর্মসূচির পরিমাণ গড়ে ১০ কোটি ডলার। গতবছর ঘূর্ণিঝড় সিডরের পরপরই দুর্গত এলাকায় অতি প্রয়োজনীয় জরুরি সরবরাহ পৌঁছে দিতে আমরা এক কোটি ৯৫ লক্ষ ডলারের জরুরি সাহায্য ও সরঞ্জাম সহায়তা প্রদান করেছি। 'অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল ২' মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে এবং আবারো আমাদের দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী ও উন্নয়নমুখী সম্পর্ক প্রদর্শন করেছে। টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সাথে নানা ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাব।

তৃতীয় "ডি"-কে আমি বলব ডিনাইয়াল অফ স্পেস টু টেরোরিজম অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের কোনো স্থান নেই বা সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখান করা। সাম্প্রতিক অতীতে সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে বাংলাদেশের জনগণ সহজাতভাবেই চরমপন্থার খারাপ দিকগুলো বুঝে ফেলেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সামর্থ্য শক্তিশালী করতে এবং বাংলাদেশের সীমান্ত ও প্রবেশস্থলগুলোর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে আমরা সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছি। যেসব চরমপন্থী ঘৃণার বীজ বপন করতে চায় তাদের মিথ্যাকে যারা প্রত্যাখ্যান করে তেমন সুশীল সমাজের গোষ্ঠীর সাথেও আমরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের শক্তিশালী অংশীদারিত্বের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, আর এই অংশীদারিত্ব দৃঢ় করা বাংলাদেশে আমার মেয়াদকালে আমার জন্য একটি অগ্রাধিকারের বিষয়।

এবার আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

==========

 # বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov* *) যোগাযোগ করুন।*